[২০২১] ১০ এস. সি. আর. ১০৬১

সুরিন্দর সিং

বনাম

রাষ্ট্র (চণ্ডীগড় কেন্দ্রশাসিত অঞ্চল)

(২০১০ সালের ফৌজদারি আপিল নং ২৩৭৩)

নভেম্বর ২৬, ২০২১

[আইএন. ভি. রমনা, প্রধান বিচারপতি, সূর্যকান্ত এবং এ. এস. বোপান্না, বিচারপতিদ্বয়]

ভারতীয় দণ্ডবিধি, ১৮৬০ – ধারা ৩০৭ – হত্যার চেষ্টা – আপিলকারী - হেড কনস্টেবলকে ভারতীয় দণ্ডবিধির ১৮৬০ সালের ধারা ৩০৭ এবং অস্ত্র আইনের ধারা ২৭ এর অধীনে দোষী সাব্যস্ত করা হয় এবং উভয় অপরাধের জন্য ৩ বছরের কঠোর কারাদণ্ড প্রদান করা হয় – আপিলের প্রেক্ষিতে আদালত রায় প্রদান করে: আপিলকারী নেশাগ্রস্ত অবস্থায় অভিযোগকারীর বাসভবন-সহ-কার্যালয়ে প্রবেশ করে – পানি পান করার পর, তিনি তার পিস্তল বের করে অভিযোগকারীর দিকে তাক করেন, এরপর তিনি পি ডাবলু-৩ এবং পি ডাবলু -৪ কে কক্ষ থেকে বেরিয়ে যেতে বলেন - সিএফএসএল নথি প্রমাণ করে যে অভিযোগকারীর অফিস থেকে উদ্ধার করা কার্তুজটি আপিলকারীর কাছ থেকে উদ্ধার করা চাকরির পিস্তল থেকে গুলি করা হয়েছিল - যদিও, অভিযোগকারীকে হত্যা করার জন্য আপিলকারীর আকাঙ্ক্ষার কোনও উদ্দেশ্য প্রণোদিত করতে ব্যর্থ হয়েছে, তবে, কেবল উদ্দেশ্যের অনুপস্থিতি আপিলকারীর অপরাধ অস্বীকার করতে পারে না - ধারা ৩০৭ এর অধীনে দণ্ড প্রদান পুরোপুরি ন্যায়সঙ্গত – তবে, বৈধ লাইসেন্সপ্রাপ্ত বা অনুমোদিত অস্ত্রের অবৈধ ব্যবহার এককভাবে অস্ত্র আইনের ধারা ২৭ এর অধীনে অপরাধ গঠন করে না, যদি না অস্ত্র আইনের ধারা ৫ বা ধারা ৭ এর অধীনে কোন দোষ প্রমাণিত হয় – অতএব, আপিলকারীকে ধারা ২৭, অস্ত্র আইন এর অধীনে প্রদত্ত দোষসিদ্ধি ও শাস্তি বাতিল করা হলো – উল্লেখ্য, ঘটনাটি সংঘটিত হয়েছিল ১৯৯৯ সালে - দীর্ঘ সময় অতিবাহিত হওয়া এবং ঘটনাটির পূর্বে ও পরবর্তী সময়ে আপিলকারীর স্বচ্ছ ও দোষমুক্ত আচরণ বিবেচনায় নিয়ে, দণ্ডবিধির ধারা ৩০৭ এর অধীনে প্রদত্ত শাস্তি কমিয়ে ইতিমধ্যে ভোগ করা কারাবাসের মেয়াদে সীমাবদ্ধ করা হলো – অস্ত্র আইন, ১৯৫৯ – ধারা ৫, ৭, ২৭ – অস্ত্র সংশোধনী আইন, ১৯৮৮ – ভারতের সংবিধান – অনুচ্ছেদ ১৪, ১৩৬

ভারতের সংবিধান - অনুচ্ছেদ ১৩৬ - ফৌজদারি আপিলের ক্ষেত্রে - প্রয়োগের ক্ষমতা - আলোচনা করা হয়েছে

ভারতীয় দণ্ডবিধি, ১৮৬০ – ধারা ৩০৭ – উপাদানসমূহ – আদেশ হয় : ধারা ৩০৭ এর অধীনে একটি অপরাধ গঠনের জন্য দুটি মূল উপাদান বিবেচনা করা প্রয়োজন:প্রথমত, অভিযুক্তের মধ্যে ভুক্তভোগীকে হত্যার উদ্দেশ্য বা সেই সম্পর্কে জ্ঞান থাকতে হবে; দ্বিতীয়ত, সেই উদ্দেশ্য বা জ্ঞান অনুসরণ করে একটি স্পষ্ট কার্যকলাপ (অর্থাৎ কার্যকর অপরাধমূলক কাজ) সংঘটিত হতে হবে, তা ভুক্তভোগীর শরীরে আঘাত লাগুক বা না লাগুক

ভারতীয় দণ্ডবিধি – সাক্ষ্য – প্ররোচনার কারণ – ভারতীয় দণ্ডবিধির ধারা ৩০৭ এর অধীনে অভিযোগ – উদ্দেশ্যের অনুপস্থিতি – কখন মারাত্মক নয় – আলোচনা: ভারতীয় দণ্ডবিধি, ১৮৬০ - ধারা ৩০৭

অস্ত্র আইন, ১৯৫৯ – ধারা ৫, ৭, ২৭ – সংশোধনের পূর্বে ও পরে – স্থির করা হল ঃ সংশোধনের পূর্বে, ধারা ২৭ কোনো অস্ত্র বা গোলাবারু 'অবৈধ উদ্দেশ্যে' ব্যবহারের জন্য শাস্তিযোগ্য করতো - তবে, সংশোধনের পর ধারা ২৭ কঠোরভাবে সীমাবদ্ধ হয়ে গেছে শুধুমাত্র ধারা ৫ অথবা ধারা ৭ এর অধীনে উল্লেখিত শর্তাবলীর লঙ্ঘনের ক্ষেত্রে, এবং অস্ত্র ও গোলাবারু 'অবৈধ উদ্দেশ্যে' ব্যবহারের ধারণা আর অপরাধের অবিচ্ছেদ্য অংশ নয় – অস্ত্র (সংশোধনী) আইন, ১৯৮৮

শাস্তি/শাস্তির বিধান – শাস্তির পরিমাণ – সানুপাতিকতার নীতি – শাস্তি হ্রাসের আলোচনা – ভারতের সংবিধান – অনুচ্ছেদ ১৪

আপিলের আংশিক অনুমতি দিয়ে, আদালত

আদেশঃ ১) যদিও ভারতের সংবিধানের অনুচ্ছেদ ১৩৬ এর অধীনে ব্যাপক ক্ষমতা প্রদান করা হয়েছে, তবুও বিশেষ অনুমতি দ্বারা দেওয়া অপরাধমূলক আপিলের ক্ষেত্রে এই আদালত সাধারণত নতুন করে প্রমাণ পুনঃমূল্যায়ন করতে বা সাক্ষীদের বিশ্বাসযোগ্যতা সন্দেহ করতে বিরত থাকে, যদি মূল মামলায় তথ্য সংক্রান্ত মিল থাকা সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়, নির্দিষ্ট কিছু ব্যতিক্রমী পরিস্থিতি বাদ দিয়ে।

২.১) ধারা ৩০৭ ভারতীয় দণ্ডবিধির অধীনে অপরাধ গঠন করার জন্য আদালতকে দুটি উপাদান বিবেচনা করতে হয়: প্রথমত, অভিযুক্তের পক্ষ থেকে আহত ব্যক্তির মৃত্যু ঘটানোর কোনও উদ্দেশ্য বা জ্ঞান ছিল কিনা; এবং দ্বিতীয়ত, সেই উদ্দেশ্য বা জ্ঞানকে বাস্তবায়নের জন্য কোনো প্রকাশ্য কার্যকলাপ ঘটানো হয়েছে কিনা, যার ফলে ভিকটিমকে আঘাত হয়েছে কি না তা বিবেচ্য নয়। আদালত এসব উদ্দেশ্য অভিযুক্তের আচরণ ও অপরাধের পরিবেষ্টিত পরিস্থিতি থেকে অনুমান করতে পারে, যার মধ্যে ব্যবহৃত অস্ত্রের প্রকৃতি বা আঘাতের ধরনও অন্তর্ভুক্ত। ঘটনার ধরন ভুক্তভোগীর সচেতন পালানোর চেয়েও বেশি আলোকপাত করতে পারে। অতএব, ধারা ৩০৭ প্রযোজ্য করার জন্য ভুক্তভোগীকে এমন কোনও আঘাতপ্রাপ্ত হতে হবে যা তার জীবনের জন্য বিপজ্জনক—এটি আবশ্যক নয়।

'উদ্দেশ্য' এবং 'উপায়' থেকে 'প্রেরণা' আলাদা, যা কোনো কাজকে উদ্দীপিত বা প্ররোচিত করে। 'ইচ্ছা'র মত নয়, 'প্রেরণা' কোনো অপরাধের মানদণ্ড নয়। একটি আইনসম্মত কাজ যদি খারাপ প্রেরণা নিয়ে করা হয়, তা অপরাধ গঠন করে না, কিন্তু এটা সত্য নাও হতে পারে যখন কোনো অবৈধ কাজ ভাল প্রেরণা নিয়ে করা হয়। যদিও প্রেরণা নিশ্চিতভাবেই একটি গুরুত্বপূর্ণ কারণ এবং অপরাধ সংঘটনের প্রমাণে বড়ো সাহায্য, তবে প্রেরণার অনুপস্থিতি নিজেই এমন এক অপরিহার্য উপাদান নয় যা অভিযোগের মামলার জন্য মারাত্মক প্রভাব ফেলে, বিশেষ করে যখন অন্যান্য সমস্ত প্রমাণ অভিযুক্তের দোষ নির্দেশ করে এবং মেধাবী প্রত্যক্ষদর্শীদের স্বাক্ষ্যও নথিভুক্ত আছে।

৩) অভিযোগপত্র প্রমাণ করতে ব্যর্থ হয়েছে যে আপিলকারী অভিযোগকারীকে হত্যা করার জন্য কোনো প্রেরণা পোষণ করেছিল, তবে শুধুমাত্র প্রেরণার অনুপস্থিতি আবেদনকারীর দোষকে অস্বীকার করতে পারে না। এই আদালত দুই আদালতের একত্রিত সিদ্ধান্তের সঙ্গে একমত যে, আপিলকারীর আচরণ থেকে ধারণা করা যায় যে তার উদ্দেশ্য ছিল অভিযোগকারীকে নির্মূল করা, এবং আইপিসি-এর ধারা ৩০৭ অনুযায়ী তার দণ্ডনিশ্চয় সম্পূর্ণভাবে যুক্তিযুক্ত। ঘটনাস্থলে আবেদনকারীর উপস্থিতি কিংবা গুলি তার সেবাপিস্তল থেকে ছোঁড়া হয়েছে, এসব বিষয় আবেদনকারী অস্বীকার করেনি। সিএফএসএল নথি(প্রমাণ-পি ডাবলু ১৩/এ) প্রমাণ করে যে অভিযোগকারীর অফিস থেকে উদ্ধার করা কার্ট্রিজটি আবেদনকারীর অধিকার থেকে উদ্ধারকৃত সেবাপিস্তল থেকে গুলি ছোঁড়া হয়েছে। মেডিকো-লিগ্যাল রিপোর্ট (প্রমাণ জে এমএলআর) এবং ডাক্তার (পি ডাবলু -৭) যিনি ঘটনাকালে আবেদনকারীকে পরীক্ষা করেছিলেন, তাদের সাক্ষ্য অভিযোগকারী (পি ডাবলু -২), তার ক্লার্ক (পি ডাবলু -৩) এবং তার স্টেনোগ্রাফার (পি ডাবলু -৪) এর প্রত্যক্ষ সাক্ষ্যের সাথে সঙ্গতিপূর্ণ, যারা প্রত্যেকে শপথবদ্ধ হয়েছে যে আবেদনকারী যখন অভিযোগকারীর আবাসিক অফিসে প্রবেশ করেছিল তখন তিনি মদ্যপ অবস্থায় ছিলেন। অভিযোগকারী এবং পি ডাবলু -৪ উভয়ই স্পষ্টভাবে বলেছে যে পানি খাওয়ার পর আবেদনকারী তার পিস্তল বের করে অভিযোগকারীর দিকে তাক করে নিশানা করেছিল, তারপর তিনি পি ডাবলু -৩ এবং পি ডাবলু -৪ কে ঘর থেকে বের হতে নির্দেশ দেন। অভিযোগে ব্যবহৃত অস্ত্র ছিল একটি সেমি-লোডার/সেমি-অটোমেটিক পিস্তল, যা বিশেষভাবে কভার থেকে বের করে অভিযোগকারীর দিকে তাক করে নিশানা করা হয়েছিল। পি ডাবলু -১৩ এর জেরার মধ্যে স্পষ্টভাবে উল্লেখ করা হয়েছে যে একটি সেমি-অটোমেটিক পিস্তল প্রথমবারের জন্য গুলি ছোঁড়ার জন্য ম্যানুয়ালি ফ্রেম টানতে হয় যাতে গুলি ছোড়া যায়। তদুপরি, অভিযোগকারী এবং পি ডাবলু -৪ স্পষ্টভাবে দাবি করেছে যে গুলি আবেদনকারী ছুঁড়েছিল।

অভিযোগকারীর বক্তব্য, যদি সে হস্তক্ষেপ না করত এবং আবেদনকারীর হাত ধরে না রাখত, তাহলে তার মুখের দিকে তাকানো গুলি ছোড়া হত, যার ফলে দুঃখজনক পরিণতি হত, যথেষ্ট গুরুত্বপূর্ণ। আবেদনকারীর বিকল্প বক্তব্য অবিশ্বাস্য মনে হয় যে সে তার লোডেড পিস্তল কভার থেকে বের করে অভিযোগকারীর টেবিলের ওপর রাখে এবং অভিযোগকারী ইচ্ছে মত তা নিয়ে খেলাধুলা করতো।

৪) অস্ত্র আইনের ধারা ২৭-এর সংশোধনের পূর্বে, অর্থাৎ অস্ত্র (সংশোধনী) আইন, ১৯৮৮ অনুসারে, উক্ত ধারাটি যেকোনো 'অবৈধ উদ্দেশ্যে' কোনো অস্ত্র ও গোলাবারুদের ব্যবহারকে দণ্ডনীয় মনে করত। তবে, সংশোধনের পর, অস্ত্র আইনের ধারা ২৭ কঠোরভাবে সীমাবদ্ধ হয়েছে শুধুমাত্র ধারা ৫ অথবা ৭ এর অধীনে উল্লিখিত শর্তাবলীর লঙ্ঘনে, এবং অস্ত্র ও গোলাবারুদের 'অবৈধ উদ্দেশ্যে' ব্যবহার আর অপরাধের অবিচ্ছেদ্য অংশ নয়। আপিলকারী স্পষ্টতই ঘটনার সময় একজন পুলিশ কর্মকর্তা ছিলেন এবং অপরাধ সংঘটনের জন্য ব্যবহৃত অস্ত্র ও গোলাবারু তার দখলে ছিল প্রাধিকারপ্রাপ্ত কর্তৃপক্ষের অনুমোদনের মাধ্যমে। আবেদনকারী অনুমোদিত অস্ত্রের মালিক হওয়ায় তাকে অবৈধ অস্ত্র ব্যবহারকারী বলা যায় না, যা অস্ত্র আইনের ধারা ৫ এর অধীনে নিষিদ্ধ। অনুমোদিত বা লাইসেন্সপ্রাপ্ত অস্ত্রের অবৈধ ব্যবহার স্বয়ংক্রিয়ভাবে ধারা ২৭ এর অধীনে অপরাধ গঠন করে না, যদি না ধারা ৫ বা ৭ এর অধীনে অন্য কোনো দণ্ডনীয়তা প্রমাণিত হয়। সর্বোচ্চ, এটি হতে পারে পরিষেবা নিয়মাবলীর অধীনে একটি 'অসদাচরণ', যার নিরূপণ ছিল মামলার বিষয়বস্তু নয়। অতএব, আপিলকারীকে অস্ত্র আইনের ধারা ২৭ এর অধীনে অভিযোগ থেকে বেকসুর খালাস দেওয়া হলো।

৫.১) দুই সেট চলকের মধ্যে অনুপাতে সাম্য এখন 'প্রমিত অনুপাতের মতবাদ নামে পরিচিত। আমাদের ফৌজদারি বিচার ব্যবস্থায় দণ্ড নীতির মূলভিত্তিও এই অনুপাতের নীতির ওপর নির্ভর করে। দণ্ড প্রদানের ক্ষেত্রে বৈষম্যমূলক আচরণ পরিহারের জন্য সমান ব্যবহারের নীতি প্রমিত অনুপাতের বিধানে অপরিহার্য অংশ। দণ্ড নির্ধারণের ক্ষেত্রে বিচারকের কিছুটা বিবেচনাধিকার থাকে, তবে তা কোনো নিয়মছাড়া বা অবৈজ্ঞানিকভাবে প্রয়োগ করা যায় না। এই আদালত স্পষ্টভাবে অসমঞ্জস বা অতিরিক্ত নমনীয়তার ভিত্তিতে দণ্ড প্রদানের রীতি বর্জন করেছে, কারণ তেমন অবাঞ্ছিত নমনীয়তা আইনের কার্যকারিতা সম্পর্কে জনসাধারণের আস্থা দুর্বল করে দিতে পারে।

দণ্ডের পরিমাণ নির্ধারণের সময় প্রধান গুরুত্ব দেওয়া উচিত অপরাধের গম্ভীরতা বা শাস্তিমূল্য নির্ধারণে। তবে, পুনর্বাসনমূলক বিচার মডেলের অন্যান্য দিক, যেমন দণ্ড লাঘবের যৌক্তিক কারণগুলোর মূল্যায়নও বিচারিক বিবেচনার অনুমোদিত সীমার মধ্যে যথাযথভাবে বিবেচনা করা উচিত।

অ্যান্ড্রু অ্যাশওয়ার্থ, "সেন্টেন্সিং অ্যান্ড ক্রিমিনাল জাস্টিস" (৫ম সংস্করণ, ক্যামব্রিজ ইউনিভার্সিটি প্রেস, ২০১০) – উল্লেখ করা হয়েছে।

৫.২) আপিলকারীর প্রতি যে দণ্ড প্রদান করা হয়েছে, তা আর এখন তাঁর অপরাধের মাত্রার সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ নয়। জীবনের এই পর্যায়ে আপিলকারীর প্রতি পুনরায় কারাদণ্ডের কষ্ট আরোপ করা ন্যায়বিচারের স্বার্থ রক্ষা করবে না, কারণ নিম্নোক্ত লঘুকরণমূলক কারণসমূহ বিদ্যমানঃ এই মামলায় প্রসিকিউশন কোনো উদ্দেশ্য বা পূর্বপরিকল্পনার উপাদান প্রমাণ করতে সক্ষম হয়নি, যা ইঙ্গিত করে যে এই অপরাধটি আপিলকারী দ্বারা আকস্মিকভাবে সংঘটিত হতে পারে; যদিও আঘাতের বাস্তবতা ধারা ৩০৭ ভারতীয় দণ্ডবিধি (আইপিসি)-এর অধীনে দণ্ডাদেশ নির্ধারণে সরাসরি প্রভাব ফেলে না, তবে আদালত দণ্ড নির্ধারণের সময় তা বিবেচনা করতে পারে। আপিলকারীর দ্বারা সংঘটিত অপরাধটি ধারা ৩০৭ আইপিসির চতুর্দিকেই পড়ে, তবে সৌভাগ্যবশত অভিযোগকারী বা অন্য কেউ আপিলকারীর অনভিপ্রেত কার্যকলাপে আঘাতপ্রাপ্ত হননি; দীর্ঘ সময় অতিবাহিত হওয়া এবং ঘটনার পূর্বে ও পরে আপিলকারীর পরিষ্কার নথিতে থাকা অবশ্যই দণ্ড লঘু করার জন্য বিবেচ্য একটি কারণ; এই নির্দিষ্ট ঘটনাটি ছাড়া, যেখানে তিনি মদ্যপ অবস্থায় ছিলেন, আপিলকারীর একটি নিষ্কলঙ্ক চাকরিজীবনের নথিভুক্ত ছিল;পরিশেষে, আপিলকারী ১৯৯৯ সালে বরখাস্ত হন এবং ২০০৭ সালে তাঁকে চাকরি থেকে বহিষ্কারও করা হয়। এটি দণ্ড লঘু করার আরেকটি যুক্তিযুক্ত কারণ, কারণ চাকরি থেকে বহিষ্কার এবং এর ফলে পেনশনের মতো সামাজিক নিরাপত্তা সুবিধার ক্ষতিও একটি সামাজিক শাস্তির রূপে বিবেচিত হয়। যেখানে আপিলকারীর বিরুদ্ধে অস্ত্র আইন, ১৯৫৯ এর ধারা ২৭ অনুসারে দোষসিদ্ধি ও দণ্ড বাতিল করা হয়েছে, সেখানে ভারতীয় দণ্ডবিধির ধারা ৩০৭ অনুসারে তাঁর দোষসিদ্ধি বহাল রাখা হয়েছে। তবে, ধারা ৩০৭ আইপিসির অধীনে প্রদত্ত দণ্ড কমিয়ে তাঁকে ইতিপূর্বে ভোগ করা দণ্ডেই সীমাবদ্ধ রাখা হয়েছে।

মধ্যপ্রদেশ রাজ্য বনাম সেলিম @ চামারু ও আরও একজন, (২০০৫) ৫ এসসিসি ৫৫৪ : [২০০৫] ১ সম্পুরক এসসিআর ৫৬২ ; শিবাজি গেনু মোহিতে বনা মহারাষ্ট্র রাজ্য, (১৯৭৩) ৩ এসসিসি ২১৯; বিপিন কুমার মণ্ডল বনাম পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য, (২০১০) ১২ এসসিসি ৯১ : [২০১০] ৮ এসসিআর ১০৩৬ — উপর নির্ভর করা হয়েছে।

মধ্যপ্রদেশ রাজ্য বনাম কাশিরাম ও অন্যান্য, (২০০৯) ৪ এসসিসি ২৬ : [২০০৯] ১ এসসিআর ৮০৬; জাগে রাম ও অন্যান্য বনাম হরিয়ানা রাজ্য, (২০১৫) ১১ এসসিসি ৩৬৬ : [২০১৫] ১১ এসসিআর ১০০৪; মধ্যপ্রদেশ রাজ্য বনাম কানহা @ ওম প্রকাশ, (২০১৯) ৩ এসসিসি ৬০৫ : [২০১৯] ১ এসসিআর ১০৭৪ — উল্লেখ করা হয়েছে।

মামলা প্রসঙ্গ

[২০০৫] ১ সম্পুরক এসসিআর ৫৬২	নির্ভর করা হয়েছে	অনুচ্ছেদ ১৮
[২০০৯] ১ এসসিআর ৮০৬	উল্লেখ করা হয়েছে	অনুচ্ছেদ ১৯
[২০১৫] ১১ এসসিআর ১০০৪	উল্লেখ করা হয়েছে	অনুচ্ছেদ ১৯
[২০১৯] ১ এসসিআর ১০৭৪	উল্লেখ করা হয়েছে	অনুচ্ছেদ ১৯
[২০১০] ৮ এসসিআর ১০৩৬	নির্ভর করা হয়েছে	অনুচ্ছেদ ২৩

ফৌজদারি আপিল এখতিয়ারঃ ২০১০ সালের ফৌজদারি আপিল নং ২৩৭৩।

২০০৬ সালের ফৌজদারি আপিল নং ১৫৬৪ এসবিতে চণ্ডীগড়ের পাঞ্জাব ও হরিয়ানা হাইকোর্টের ১৯/০৫/২০১০ তারিখের রায় এবং আদেশ থেকে উদ্ভূত ।

আপিলকারী্র পক্ষে আইনজীবীরা ছিলেন আসবীর সিং মালিক, শ্রীমতী ঊষা নন্দিনী. ভি।

বিবাদীর পক্ষে আইনজীবীরা ছিলেন মনপ্রীত সিং দোয়াবিয়া, অনিল কুমার, সুধর্ষণ সিং রাওয়াত ।

আদালত কর্তৃক রায়টি প্রদান করেছিলেন

সূর্য কান্ত, বিচারপতি

১.১. আপিলকারী-সুরিন্দর সিং ১৯ মে ২০১০ তারিখের পাঞ্জাব ও হরিয়ানা হাইকোর্টের রায়কে চ্যালেঞ্জ করেছেন, যেখানে চণ্ডীগড়ের বিজ্ঞ অতিরিক্ত দায়রা জজ কর্তৃক প্রদত্ত ২৫ জুলাই ২০০৬ তারিখের তার দোষী সাব্যস্তকরণ এবং সাজার আদেশ নিশ্চিত করা হয়েছে। আপিলকারীকে ভারতীয় দণ্ডবিধি, ১৮৬০ (এরপর থেকে 'আইপিসি') এর ধারা ৩০৭ এবং অস্ত্র আইন, ১৯৫৯ (এরপর থেকে 'অস্ত্র আইন') এর ধারা ২৭ এর অধীনে দোষী সাব্যস্ত করা হয়েছে এবং উভয় অপরাধের জন্য ৩ বছরের সশ্রম কারাদণ্ডে দণ্ডিত করা হয়েছে, এবং নির্দেশ দেওয়া হয়েছে যে সাজা একই সাথে চলবে।

তথ্য:

২) অভিযোগকারীর বক্তব্য অনুযায়ী, ১০ই জুলাই ১৯৯৯ তারিখে, আইনজীবী মনসুর আলি (অভিযোগকারী) তাঁর বাসভবনসংলগ্ন অফিসে বসে ছিলেন এবং তাঁর কেরানি মালার সিংহ (পি ডাবলু-৩)-এর উপস্থিতিতে স্টেনো আর. কে. সূদ (পি ডাবলু-৪)-কে নির্দেশ দিচ্ছিলেন। আনুমানিক বিকেল ৫:৩০টার দিকে, অভিযুক্ত, যিনি তখন চণ্ডীগড় পুলিশের একজন হেড কনস্টেবল ছিলেন, মাতাল অবস্থায় অভিযোগকারীর বাসভবন অফিসে প্রবেশ করেন এবং বলেন যে তিনি ওই গলির 'বিট অফিসার'। তিনি এক গ্লাস জল চাইলেন এবং অভিযোগকারীর কর্মচারী বলবীর সিংহ (পি ডাবলু-৫) তাঁকে জল দিলে তিনি তা পান করেন। এরপর অভিযুক্ত অভিযোগকারীর সামনেই বসে পড়েন এবং হঠাৎ তাঁর সার্ভিস পিস্তল বের করে অভিযোগকারীকে লক্ষ্য করে তাক করেন এবং হুমকি দিয়ে বলেন: "এই বন্দুকে ১০টা গুলি আছে, আজ আমি ১০ জনকে মারব।" তিনি অভিযোগকারীকে দাঁড়িয়ে হাত উপরে তুলতে বলেন। একই সময়ে, তিনি মালার সিংহ ও আর. কে. সূদকে অফিসের বাইরে যেতে বলেন এবং তারা তা পালন করে। এই ফাঁকে, অভিযুক্ত টেবিলের চারপাশ দিয়ে অভিযোগকারীর দিকে এগিয়ে আসেন, পিস্তলের লিভার টেনে গুলি চালানোর জন্য প্রস্তুতি নেন। পরিস্থিতির গুরুত্ব বুঝে অভিযোগকারী সঙ্গে সঙ্গে অভিযুক্তের উপর ঝাঁপিয়ে পড়েন এবং তাঁর হাত উপরের দিকে ঠেলে দেন, যার ফলে গুলি ছুটে গিয়ে অফিসের ছাদে লাগে।

৩) আপিলকারী পরে দ্বিতীয়বার গুলি চালানোর চেষ্টা করেছিল, কিন্তু তা করতে পারেনি এবং সেই প্রচেষ্টায় তার পিস্তল থেকে একটি গুলি পড়ে যায়। ওই সময় পর্যন্ত, বাড়ির মহিলারা অফিসে প্রবেশ করে চিৎকার করতে শুরু করে। ভীত ও আতঙ্কিত হয়ে, আপিলকারী অফিস থেকে দ্রুত বেরিয়ে যায়, অভিযোগকারীর টেবিলের উপর তার ওয়্যারলেস সেট এবং বাড়ির বাইরে তার স্কুটার রেখে। অভিযোগকারীর কোনও আঘাত হয়নি। এরপর ঘটনাটি পুলিশের কাছে জানানো হয়। খবর পেয়ে প্রায় ১০-১৫ মিনিটের মধ্যে পুলিশ কর্মকর্তা অভিযোগকারীর বাড়িতে পৌঁছান এবং আপিলকারীর বিরুদ্ধে এফ.আই.আর. দায়ের করা হয়। এরপর পুলিশ কর্মকর্তারা তৎপর হয়ে উঠেন এবং এসআই রমেশ চন্দ (প্রমাণী পক্ষ-৬) আপিলকারীকে বিভাগ ২০-ক এলাকার মসজিদের কাছে পিস্তল হাতে থাকা অবস্থায় আটক করেন। এরপর আপিলকারীকে চিকিৎসা পরীক্ষার জন্য নেওয়া হয়, যেখানে তিনি মূত্র বা রক্তের নমুনা দিতে অস্বীকৃতি জানান।

শেষ বিচারে, মোট ১৪ জন সাক্ষীকে জেরা করা হয়েছিল রাষ্ট্রপক্ষ এবং ৩ জন সাক্ষীকে নেতৃত্ব দিয়েছিলেন প্রতিরক্ষা দপ্তর। রাষ্ট্রপক্ষের মামলাটি ঘটনাস্থলে উপস্থিত প্রত্যক্ষদর্শীদের সাক্ষ্যের উপর নির্ভর করেছিল, যার মধ্যে অভিযোগকারী (পি ডাবলু -২)ও অন্তর্ভুক্ত ছিলেন, যিনি তার জবানবন্দিতে এফআইআর.-এ তার দ্বারা বর্ণিত ঘটনার বর্ণনার পক্ষে ছিলেন। অভিযোগকারী অকপটে সাক্ষ্য দিয়েছেন এবং স্বীকার করেছেন যে আপিলকারী যদি তার কাছে না এসে বসে থাকা অবস্থায় গুলি না করতেন, তাহলে তিনি আপিলকারীকে থামাতে পারতেন না। অভিযোগকারী স্পষ্টভাবে বলেছেন যে তার দিকে এগিয়ে যাওয়ার সময় আপিলকারী লিভার টেনে তার মুখের দিকে লক্ষ্য করে পিস্তলটি গুলি করার মোডে নিয়ে এসেছিলেন, যা তাকে পরিস্থিতির গুরুত্ব বুঝতে সাহায্য করেছিল। একইভাবে, আর.কে. সুদ (পি ডাবলু - ৪) অভিযোগকারীর জবানবন্দি সমর্থন করেছেন এবং বলেছেন যে তিনি অফিসের ঠিক বাইরে বারান্দায় দাঁড়িয়ে জালের তারের দরজা দিয়ে আপিলকারীর গুলি চালানোর সাক্ষী ছিলেন। মালের সিং (পি ডাবলু -৩), যদিও গুলি চালানোর দৃশ্য অস্বীকার করেছেন, তিনি আপিলকারীর মাতাল অবস্থায় উপস্থিতি এবং পি ডাবলু-৫ এর সাথে বারান্দায় থাকাকালীন গুলি চালানোর কথা শুনেছেন বলে সাক্ষ্য দিয়েছেন।

৬) ঘটনার দিন সন্ধ্যা ৭:২০ মিনিটে এস.আই. রমেশ চাঁদ (পি ডাবলু-৬) কর্তৃক আপিলকারীকে গ্রেপ্তারের পর ড. বিধি চাঁদ (পি ডাবলু-৭) তাকে জিজ্ঞাসাবাদ করেন। এই সাক্ষী ১০ জুলাই ১৯৯৯ তারিখের মেডিকো-আইনগত প্রতিবেদন (প্রাক্তন বিচারক-এমএলআর) স্বীকার করেছেন এবং সাক্ষ্য দিয়েছেন যে, মেডিকেল পরীক্ষায় আপিলকারীকে অ্যালকোহলযুক্ত অবস্থায় পাওয়া গেছে।

৭)শ্রীমান বি.বাদানিয়ার (পি ডাবলু-১৩) বক্তব্যও কিছুটা গুরুত্ব বহন করে। আদালতের সামনে এই সাক্ষী তার জিজ্ঞাসাবাদে, কেন্দ্রীয় ফরেনসিক বিজ্ঞান পরীক্ষাগারের (সংক্ষেপে 'সিএফএসএল') রিপোর্ট (প্রাক্তন বিচারক-১৩/ক) উপর নির্ভর করে সাক্ষ্য দিয়েছেন যে, অভিযোগকারীর আবাসিক অফিসে পাওয়া খালি কার্তুজটি, ফরেনসিক পরীক্ষায়, আপিলকারীর ব্যবহৃত পিস্তল থেকে গুলি চালানো হয়েছে বলে প্রমাণিত হয়েছে। তার জেরায়, পি ডাবলু-১৩ সাক্ষ্য দেয় যে আপিলকারীর ব্যবহৃত অস্ত্রের মতো আধা-স্বয়ংক্রিয় বা আধা-লোডার বন্দুকগুলি কীভাবে কাজ করে।

বিপরীতে, আপিলকারী তার ধারা ৩১৩ সিআরপিসির অধীনে ঘটনার বিকল্প সংস্করণ দাবি করে একটি আবেদন উত্থাপন করেন। তিনি দাবি করেন যে অভিযোগকারীর সাথে তার সম্পর্ক ছিল এবং ঘটনার দিন তিনি নিয়মিত অভিযোগকারীর বাড়িতে যাচ্ছিলেন। তিনি তার ওয়্যারলেস সেট সহ বন্দুকটি টেবিলে রেখেছিলেন এবং তার অজান্তে, অভিযোগকারী অস্ত্রটি তুলে নিয়ে দুর্ঘটনাক্রমে গুলি চালান। তিনি আরও দাবি করেন যে অভিযোগকারী নিজেকে কোনও ফৌজদারি দায় থেকে বাঁচাতে ঘটনার মিথ্যা বর্ণনা দিয়েছেন। মুকেশ মিত্তাল (ডি ডাবলু -১)ও আপিলকারীর মামলার সমর্থন করেন, দাবি করেন যে অভিযোগকারী নিজেই ঘটনার পরপরই ডিডব্লিউ-১ কে বলেছিলেন যে তিনি দুর্ঘটনাক্রমে অস্ত্র থেকে গুলি চালিয়েছেন। ট্রায়াল কোর্ট আপিলকারীর দ্বারা দাবী করা ঘটনার বর্ণনাকে সন্দেহজনক বলে মনে করে। DW-1 সম্পর্কে বলতে গেলে, তার জেরায়, তিনি ঘটনার সময় আপিলকারীর বাড়ির কাছে কীভাবে এবং কেন উপস্থিত ছিলেন তা প্রমাণ করতে পারেননি এবং এর ফলে আত্মবিশ্বাস জাগাতে ব্যর্থ হন।

৯) ঘটনাস্থলে অভিযোগকারীর আবাসিক অফিসে আপিলকারীর উপস্থিতি বা গুলিটি তার চাকরির পিস্তল থেকে ছোঁড়ার বিষয়ে কোনও বিরোধ নেই, তাই বিচার আদালতের সামনে মূল প্রশ্ন ছিল, আপিলকারী পিস্তল চালিয়েছেন কি না এবং যদি চালিয়ে থাকেন, তবে কি অস্ত্রটি অভিযোগকারীকে হত্যা করার উদ্দেশ্যে ব্যবহার করা হয়েছিল। বিচার আদালত পর্যবেক্ষণ করে যে,রাষ্ট্রপক্ষের সাক্ষীরা প্রায় সম্পূর্ণরূপে রাষ্ট্রপক্ষের বর্ণনাকে সমর্থন করেছেন এবং অভিযোগকারী কেন আপিলকারীকে মিথ্যেভাবে অভিযুক্ত করবে তার কোনো কারণ প্রমাণ করা হয়নি। যদিও বিচার আদালত লক্ষ্য করেছে যে, রাষ্ট্রপক্ষের সাক্ষীদের বক্তব্যে কিছু অসঙ্গতি ছিল, তবে সেগুলো ছোটখাটো বিরোধ হিসেবে ধরা হয়েছে যা সময়ের গতির কারণে স্বাভাবিকভাবেই ঘটে। আদালত প্রতিরক্ষা পক্ষের বর্ণনাকে "মিথ্যার টুকরো এবং কল্পনার ফসল" হিসেবে দেখেছে এবং সম্পূর্ণরূপে প্রত্যাখ্যান করেছে।

১০) অস্ত্র আইন ধারা ২৭ এর অধীনে অভিযোগের বিষয়ে, বিচার আদালত পর্যবেক্ষণ করেছে যে, আপিলকারী তার সার্ভিস পিস্তল পূর্ব অনুমতি ছাড়াই এবং অবৈধ উদ্দেশ্যে ব্যবহার করেছেন। তাই আপিলকারীর গুলি চালানোর কাজকে অস্ত্র আইন ধারা ২৭ এর লঙ্ঘন হিসেবে ধরা হয়েছে। বিচার আদালত তাই আপিলকারীকে ভারতীয় দণ্ডবিধি ধারা ৩০৭ এবং অস্ত্র আইন ধারা ২৭ অনুযায়ী দোষী সাব্যস্ত করে ৩ বছরের কঠোর কারাদণ্ড প্রদান করেছেন।

১১) তার দণ্ডবিধির প্রতি অসন্তুষ্ট হয়ে, আপিলকারী পঞ্জাব ও হরিয়ানা হাইকোর্টে আপিল করেন। হাইকোর্টে প্রমাণাদি পুনর্মূল্যায়নের পর বিচার আদালতের দেওয়া দোষী সাব্যস্তকরণ ও সংশ্লিষ্ট সাজা বজায় রেখে আপিল খারিজ করে দেয়।

১২) ক্ষুব্ধ হয়ে আপিলকারী বর্তমানে এই আদালতের সামনে উপস্থিত। বক্তব্যসমূহ:

১৩) আমরা আপিলকারী ও রাষ্ট্রপক্ষের বিজ্ঞ আইনজীবীদের দীর্ঘ শুনানি করেছি এবং নথি গভীরভাবে পর্যালোচনা করেছি। আপিলকারীর পক্ষ থেকে চারটি প্রধান বক্তব্য উত্থাপিত হয়েছে। প্রথমত, অভিযোগকারীকে হত্যা করার জন্য আপিলকারীর পক্ষ থেকে 'উদ্দেশ্য' ছিল না। দাবী করা হয় যে, উভয় পক্ষের মধ্যে যদি কোনও বিবরণ বিশ্বাস করা হয়, তবে সর্বোত্তম অবস্থায় তাদের ভালো সম্পর্ক ছিল এবং সর্বনিম্ন অবস্থায় তারা অপরিচিত ব্যক্তি ছিলেন, তাই আপিলকারীর অভিযোগকারীকে হত্যা করার কোনও উদ্দেশ্য বা ইচ্ছা থাকতে পারে না। দ্বিতীয়ত, কোনো উদ্দেশ্য ছিল না, যা আপিলকারীর আচরণ থেকে আরোপ করা যেত না।

১৪) তৃতীয়ত, পুনরায় প্রমাণাদির পুনর্মূল্যায়নের মাধ্যমে সন্দেহ সৃষ্টি করার চেষ্টা করা হয়েছে, যার মধ্যে রয়েছে সাক্ষীদের বিবৃতিতে গুরুত্বপূর্ণ বিরোধের কথা তুলে ধরা, যা রাষ্ট্রপক্ষের মামলার জন্য ক্ষতিকর এবং এছাড়াও বলা হয়েছে যে, সাক্ষী পি ডাবলু -৩ থেকে পিডাবলু -৫ পর্যন্ত অভিযোগকারীর কর্মচারী হওয়ায় তারা স্বার্থান্বেষী সাক্ষী। এবং এর বিপরীতে, আপিলকারীর ফৌজদারি কার্যবিধি ৩১৩ অনুসারে দেওয়া বিবৃতিটি ঘটনার সঠিক বিবরণ এবং রাষ্ট্রপক্ষের বর্ণনার চেয়ে বেশি সম্ভাবনাময়। চতুর্থ এবং সর্বশেষ, বলা হয়েছে যে, অস্ত্র আইন ধারা ২৭ অনুযায়ী দোষী সাব্যস্তকরণ অপ্রতিষ্ঠিত, কারণ আপিলকারী যে অস্ত্র ব্যবহার করেছেন তা অনুমতিপ্রাপ্ত এবং অনুমতিকৃত অস্ত্রের ভুল ব্যবহার অস্ত্র আইন ধারা ৫ এর অধীনে অপরাধ নয়।

১৫) অন্যদিকে, বিজ্ঞ রাষ্ট্রপক্ষের আইনজীবী আমাদের স্মরণ করিয়ে দিয়েছেন যে, একই সাথে তথ্য অনুসন্ধানের ক্ষেত্রে এই আদালতের হস্তক্ষেপের সুযোগ রয়েছে এবং তিনি বলেছেন যে এই আপিলের সাথে আইনের কোনও গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন জড়িত নয়।

বিশ্লেষণ:

১৬) প্রতিপক্ষের বিরোধের বিষয়ে আমাদের সুচিন্তিত বিবেচনার পর, আমরা দেখতে পাই যে নিম্নলিখিত দুটি প্রশ্ন আমাদের বিবেচনার বিষয়:

ক) হাইকোর্ট কি ভারতীয় দণ্ডবিধির ৩০৭ ধারার অধীনে আপিলকারীর দোষী সাব্যস্ততা বহাল রাখতে ভুল করেছে?

খ) অস্ত্র আইনের ২৭ ধারার অধীনে আপিলকারীর দোষী সাব্যস্ততা কি সমর্থন যোগ্য?

১৭) শুরুতেই উল্লেখ করা যেতে পারে যে, সংবিধানের ধারা ১৩৬ এর অধীনে বিস্তৃত ক্ষমতা থাকা সত্ত্বেও, বিশেষ অনুমতিতে আনা অপরাধমূলক আপিলে এই আদালত সাধারণত প্রমাণের নতুন পুনর্মূল্যায়নে প্রবেশ করতে বা সাক্ষীদের বিশ্বাসযোগ্যতায় সন্দেহ প্রকাশ করতে বিরত থাকে, যদি না কোনও ব্যতিক্রমী পরিস্থিতি থাকে, বিশেষত যখন তৎকালীন ফ্যাক্টের সঙ্গে মিল পাওয়া যায়। এই সীমাবদ্ধতা সত্ত্বেও এবং ন্যায়ের স্বার্থে, আমরা রেকর্ডে থাকা সমস্ত প্রমাণ পর্যালোচনা এবং আলোচনা করার চেষ্টা করেছি, যাতে নির্ধারণ করা যায় আপিলকারীর দোষী সাব্যস্তকরণে কোনও ভুল বা পক্ষপাত আছে কিনা এবং তার দণ্ডবিধি কি আইনগত ও বাস্তবগতভাবে টেকসই।

ক) আপিলকারীর বিরুদ্ধে ভারতীয় দণ্ডবিধির ধারা ৩০৭ অনুযায়ী দোষ প্রমাণিত হয়েছে কি না?

১৮) আমরা ঘটনা সম্পর্কিত প্রেক্ষাপটের দিকে যাওয়ার আগে এবং সাক্ষীদের বিশ্বাসযোগ্যতা মূল্যায়ন করার আগে, ধারা ৩০৭ অনুযায়ী দণ্ডবিধিতে দণ্ডবিধি কার্যকর করার জন্য প্রয়োজনীয় মৌলিক শর্তাবলী সম্পর্কিত মামলাসমূহের ধারণা অর্জন করা উপকারী হবে। মধ্যপ্রদেশ রাজ্য বনাম সালীম @ চামারু ও অন্য মামলায়, এই আদালত ধারা ৩০৭ এর প্রকৃত তাৎপর্য পুনর্মূল্যায়ন করে নিম্নরূপ নির্দেশ দিয়েছে—

১২) এই ধারার অধীনে দোষী সাব্যস্ত করার জন্য প্রয়োজনীয় নয় যে দেহে এমন আঘাত লেগেছে যা মৃত্যুর কারণ হতে পারে। যদিও আঘাতের প্রকৃতি দোষীর উদ্দেশ্য নির্ধারণে প্রায়শই গুরুত্বপূর্ণ সহায়ক হয়, তবে এই উদ্দেশ্য অন্যান্য পরিস্থিতি থেকেও নির্ণয় করা যেতে পারে, এমনকি কিছু ক্ষেত্রে বাস্তব আঘাতের কোনও উল্লেখ না করেও তা জানা যায়। এই ধারা দোষীর কাজ এবং তার ফলাফলের মধ্যে পার্থক্য করে। এমন কাজ যা আক্রান্ত ব্যক্তির ক্ষেত্রে কোনও ফলাফল সৃষ্টি নাও করতে পারে, তবুও এমন কিছু ঘটনা থাকতে পারে যেখানে অপরাধী এই ধারার অধীনে দায়ী হবে। অপরাধীর দ্বারা আঘাতপ্রাপ্ত ব্যক্তিকে যেই আঘাত লেগেছে তা সাধারণ পরিস্থিতিতে মৃত্যু ঘটানোর জন্য যথেষ্ট হওয়া আবশ্যক নয়। আদালত যা দেখতে হবে তা হলো, কাজটি ফলাফল নির্বিশেষে কি সেই উদ্দেশ্য, জ্ঞান এবং ধারা অনুযায়ী পরিস্থিতির অধীনে সম্পন্ন হয়েছে কি না। অপরাধী হওয়ার চেষ্টাকে শেষ পরিণতি বলে গণ্য করা উচিত নয়। আইনত এটি যথেষ্ট, যদি এর বাস্তবায়নে কোনও প্রকাশ্য কাজের সাথে কোনও অভিপ্রায় যুক্ত থাকে।

১) (২০০৫) ৫ এস সি সি ৫৫৪

১৩) ধারা ৩০৭ এর অধীনে দোষী সাব্যস্ত করার জন্য যথেষ্ট, যদি অভিযুক্তের মধ্যে হত্যার উদ্দেশ্য উপস্থিত থাকে এবং সেই উদ্দেশ্য বাস্তবায়নের জন্য কোনও প্রকাশ্য কর্ম করা হয়। মৃত্যুর কারণ হওয়ার মতো শারীরিক আঘাত প্রয়োগ করা অপরিহার্য নয়। এই ধারা অভিযুক্তের কাজ এবং তার ফলাফলের মধ্যে পার্থক্য করে। আদালতকে দেখতে হবে কাজটি ফলাফল নির্বিশেষে কি উদ্দেশ্য বা জ্ঞানসহ এবং ধারায় বর্ণিত পরিস্থিতির অধীনে করা হয়েছে কি না। অতএব, ধারা ৩০৭ এর অধীনে অভিযুক্তকে কেবলমাত্র এই কারণে মুক্তি দেওয়া যাবে না যে আক্রান্ত ব্যক্তি যে আঘাত পেয়েছে তা শুধুমাত্র সাধারণ আঘাতের প্রকৃতির ছিল।

(জোর দেওয়া হয়েছে)

১৯) এই উপাদানগুলো পরবর্তীতে কয়েকটি রায়ে আরও জোর দেয়া হয়েছে, যার মধ্যে রয়েছে মধ্যপ্রদেশ রাজ্য বনাম কাশিরাম ও অন্যরা, জগে রাম ও অন্যরা বনাম হরিয়ানা রাজ্য এবং মধ্যপ্রদেশ রাজ্য বনাম কানহা @ ওম প্রকাশ মামলাসমূহ।

২০) এখন এটি একটি স্পষ্ট সিদ্ধান্ত যে, ধারা ৩০৭ অনুযায়ী অপরাধ গঠনের জন্য আদালতকে দুটি উপাদান বিবেচনা করতে হবে: প্রথমত, অভিযুক্তের পক্ষ থেকে ভুক্তভোগীর মৃত্যু ঘটানোর উদ্দেশ্য বা জ্ঞান ছিল কি না, এবং দ্বিতীয়ত, সেই উদ্দেশ্য বা জ্ঞান অনুসরণ করে কিছু প্রকাশ্য দায়িত্বপূর্ণ কাজ করা হয়েছে কি না, ফলাফল নির্বিশেষে যে ভুক্তভোগীকে কোনও আঘাত হয়েছে কি না। আদালতরা অভিযুক্তের আচরণ এবং ঘটনার পারিপার্শ্বিক পরিস্থিতি থেকে যেমন ব্যবহৃত অস্ত্রের প্রকৃতি বা আঘাতের ধরণ, যদি থাকে, সেই উদ্দেশ্য নির্ণয় করতে পারে। ঘটনার ধরন ভুক্তভোগীর কৌশলী পালানোর চেয়ে বেশি তথ্য প্রদান করতে পারে। অতএব, ধারা ৩০৭ প্রযোজ্য করতে ভুক্তভোগীকে এমন আঘাত লাগতে হবে যা তার জীবনের জন্য বিপজ্জনক। তা প্রয়োজন নেই।

২১) এই পর্যায়ে 'উদ্দেশ্য' প্রয়োজনীয় কি না তা বিচার করা জরুরি, বিশেষ করে ধারা ৩০৭ অনুযায়ী হত্যাচেষ্টার অভিযোগ প্রমাণের ক্ষেত্রে।

২) (২০০৯) ৪ এস সি সি ২৬

৩) (২০০৫) ১১ এস সি সি ৩৬৬

৪) (২০০৯) ৩ এস সি স ৬০৫

২২) উল্লেখযোগ্য যে, 'উদ্দেশ্য' 'উদ্দেশ্য এবং মাধ্যম' (অবজেক্ট অ্যান্ড মীনস) থেকে আলাদা, যা কোনও কাজকে প্ররোচিত বা উত্তেজিত করে। 'ইচ্ছা')-এর মতো কোনও অপরাধের মাপকাঠি নয়। একটি বৈধ কাজ যদি খারাপ উদ্দেশ্যে করা হয়, তবে তা অপরাধ সৃষ্টি করবে না, কিন্তু একটি অবৈধ কাজ সর্বোৎকৃষ্ট উদ্দেশ্যে করা হলেও তা অপরাধ হিসেবেই বিবেচিত হবে। উদ্দেশ্যে উন্মোচন করা মস্তিষ্কের মানচিত্র তৈরির মতো একটি কঠিন কাজ। কখনও কখনও 'মোটিভ'-এর চিহ্ন শনাক্ত করা অতি কঠিন হয়ে পড়ে।

২৩) এই আদালত বারংবার রায় দিয়েছে:

"যদি রাষ্ট্রপক্ষ কোনো প্ররোচনামূলক উদ্দেশ্য (মোটিভ) আবিষ্কার করতে না পারে, তাতে সেই সাক্ষীর বিশ্বাসযোগ্যতায় কোনো প্রভাব পড়বে না, যিনি নির্ভরযোগ্য প্রত্যক্ষদর্শী হিসেবে প্রমাণিত হয়েছেন। মোটিভ সংক্রান্ত প্রমাণ অবশ্যই এমন মামলায় গুরুত্বপূর্ণ যেখানে পুরোপুরি পরোক্ষ প্রমাণের ওপর নির্ভরশীলতা থাকে। এমন প্রমাণ সেই মামলার পরোক্ষ প্রমাণের শৃঙ্খলের একটি সংযোগ হিসেবে কাজ করবে। কিন্তু যেসব মামলায় নির্ভরযোগ্য প্রত্যক্ষদর্শী থাকে, সেখানে মোটিভের প্রমাণ না থাকলেও প্রত্যক্ষদর্শীর সাক্ষ্য অবিশ্বাস্য হয়ে যাবে না। তবে, মোটিভ সঠিকভাবে প্রমাণিত হলে, তা রাষ্ট্রপক্ষের মামলা শক্তিশালী করে এবং আদালতের চূড়ান্ত সিদ্ধান্তকে দৃঢ় করে।"

[দেখা যাবে : শিবাজী জেনু মোহিতে বনাম মহারাষ্ট্র রাজ্য এবং বিপিন কুমার মণ্ডল বনাম পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য]

২৪) আমরা এ মতেই পৌঁছেছি যে, যদিও উদ্দেশ্য অপরাধ সংঘটনের একটি অপরিহার্য এবং গুরুত্বপূর্ণ উপাদান, এবং এটি অপরাধ প্রমাণে সহায়ক, তবুও এর অনুপস্থিতি এমন একটি অপরিহার্য উপাদান নয় যা রাষ্ট্রপক্ষের মামলার জন্য মারাত্মক ক্ষতি সাধন করে, বিশেষ করে যখন অন্যান্য সব প্রমাণ অভিযুক্তের দোষের দিকে নির্দেশ করে এবং ঘটনার প্রত্যক্ষদর্শীদের সাক্ষ্য নথিভুক্ত রয়েছে।

২৫) এই বিস্তৃত নীতিমালা প্রয়োগ করে, আমরা দেখতে পাই যে আপিলকারীর দাবিটি সম্পূর্ণ অমূলক। রাষ্ট্রপক্ষ আপিলকারীর বিরুদ্ধে অভিযোগকারীকে হত্যার উদ্দেশ্য প্রমাণ করতে ব্যর্থ হয়েছে, তবে উপরে আলোচিত মতে, শুধুমাত্র উদ্দেশ্যের অভাবেই আপিলকারীর দোষীতা অস্বীকার করা যায় না।থে আইনের কোনও উল্লেখযোগ্য প্রশ্ন জড়িত নেই। আমরা দুই আদালতের সমান্তরাল সিদ্ধান্তের সঙ্গে একমত যে, আপিলকারীর আচরণ থেকে অনুমান করা যায় যে তার কাজ অভিযোগকারীকে নিকেশ করার উদ্দেশ্যপ্রণোদিত ছিল এবং তার ধারা ৩০৭ ভারতীয় দণ্ডবিধির অধীনে দোষী সাব্যস্তকরণ সম্পূর্ণভাবে যৌক্তিক।

৫) (১৯৭৩) ৩ এস সি সি ২১৯

৬) (২০১০) ১২ এস সি সি ৯১

২৬) আমরা এ কথা বলছি নিম্নলিখিত কারণসমূহের জন্য:

প্রথমত, আপিলকারী নিজে কোনোরূপভাবে ঘটনাস্থলে তার উপস্থিতি বা গুলি চালানোর জন্য ব্যবহৃত বুলেট তার সার্ভিস পিস্তল থেকে এসেছে তা অস্বীকার করেননি। এর পাশাপাশি, ১৫ই সেপ্টেম্বর ১৯৯৯ তারিখের সিএফএসএল রিপোর্ট (প্রদর্শনী-পি ডাবলু ১৩/ক), যা মিঃ বি. বাদানিয়া (পি ডাবলু-১৩) কর্তৃক প্রস্তুত, প্রমাণ করে যে অভিযোগকারীর অফিস থেকে উদ্ধার হওয়া কার্টরিজটি আপিলকারীর কাছে থাকা চাকরির পিস্তল থেকে গুলি চালানো হয়েছে;

দ্বিতীয়ত, ডাক্তারি-আইনি নথি (প্রদর্শনীজে এম এল আর) এবং ডঃ বিদ্ধী চাঁদ (পি ডাবলু-৭) এর সাক্ষ্য অভিযোগকারী (পি ডাবলু-২), মালের সিং (পি ডাবলু-৩) এবং আর.কে. সুদ (পি ডাবলু-৪) এর প্রত্যক্ষ সাক্ষ্যসমূহের সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ, যারা প্রত্যেকেই তাদের জবানবন্দিতে শপথ করেছেন যে আপিলকারী মাতাল অবস্থায় অভিযোগকারীর বাসায় প্রবেশ করেছিল;

তৃতীয়ত, অভিযোগকারী এবং আর.কে. সুদ (পি ডাবলু-৪) স্পষ্টভাবে বলেছেন যে, আপিলকারী পানি পান করার পর তার পিস্তল বের করে অভিযোগকারীর দিকে নিশানা করে এবং তারপর মালের সিং ও আর.কে. সুদকে ঘর থেকে বের হতে নির্দেশ দেয়;

চতুর্থত, আমরা মনে রাখি যে অপরাধী অস্ত্রটি ছিল সেমি-লোডার/সেমি-অটোমেটিক পিস্তল, যা স্পষ্টভাবে কাভার থেকে বের করে অভিযোগকারীর দিকে নিশানা করা হয়েছিল। শ্রী বি. বাদানিয়া (পি ডাবলু-১৩) তার ক্রস-এক্সামিনেশনে বলেছিলেন যে সেমি-অটোমেটিক পিস্তল প্রথমবার ফায়ারিং মোডে আনতে ম্যানুয়ালি ফ্রেম পিছনে টানতে হয় যাতে গুলি ছোঁড়া যায়। এছাড়া, অভিযোগকারী এবং আর.কে. সুদ (পি ডাবলু-৪) স্পষ্টভাবে বলেছেন গুলি আপিলকারী ছুড়েছিল;

পঞ্চমত, অভিযোগকারীর বিবৃতি যে, যদি সে হস্তক্ষেপ না করে এবং আপিলকারীর হাত ধরা না রাখতো, তবে তার মুখের দিকে নিশানাবদ্ধ বন্দুক গুলি ছুড়ে হত এবং তার অকালান্ত ফলাফল হতো, সেটি গুরুত্ব বহন করে; এবং

ছয়তম এবং শেষতর, আপিলকারীর পক্ষ থেকে উপস্থাপিত বিকল্প বিবরণটি অবিশ্বাস্য মনে হয় যে সে তার লোড করা পিস্তলটি কাভার থেকে বের করে অভিযোগকারীর টেবিলের উপর রাখল এবং অভিযোগকারী ইচ্ছামত সেটির সঙ্গে খেলাধুলা করল। এ বিষয়ে কোনো রেকর্ডে এমন কিছু নেই যা সমর্থন করে যে আপিলকারী তার ৩১৩ ধারার বক্তব্যে যেমন উল্লেখ করেছে, তার ঊর্ধ্বতনদের কাছে তার বিবরণ জানানোর কোনো চেষ্টা করেছিল।

২৭) ফলস্বরূপ এবং পূর্বোক্ত কারণসমূহের জন্য, আমরা দেখতে পাই যে বিচারিক আদালত ও হাইকোর্ট যথাযথভাবে আপিলকারীকে আইপিসি এর ধারা ৩০৭ অনুযায়ী দোষী সাব্যস্ত করেছে।

খ) ধারা ২৭ অস্ত্র আইনের অধীনে আপিলকারীর দণ্ডনীয়তা কি টিকিয়ে রাখা যায়?

২৮) ধারা ২৭ অস্ত্র আইনের অধীনে আপিলকারীর দণ্ডনীয়তার বিষয়ে বললে, আমাদের মনে হয় ট্রায়াল কোর্ট এখানে ভুল করেছে। এ বিষয়ে কোনো সংশয় নেই যে ধারা ২৭-এর অধীনে অভিযোগ প্রমাণ করার জন্য অভিযুক্তকে অবশ্যই ধারা ৫ অথবা ধারা ৭-এর লঙ্ঘন প্রমাণ করতে হবে। এই মামলায়, স্পষ্টভাবে উল্লেখ না করলেও বিচার আদালত মনে করেছে এটি ধারা ৫ লঙ্ঘনের মামলা, যেখানে বলা হয়েছে কেউ অবৈধভাবে অস্ত্র ব্যবহার, মালিকানা, নির্মাণ ইত্যাদি করতে পারবে না যদি না সে এই বিষয়ে বৈধ লাইসেন্স রাখে এবং এর জন্য সর্বনিম্ন ৩ বছরের সাজার বিধান আছে। ঐ সময় প্রযোজ্য অস্ত্র আইনের সংশোধনহীন ধারা ৫ এবং ধারা ২৭-এর প্রাসঙ্গিক অংশগুলি নিম্নরূপ ছিল:

"৫) অস্ত্র ও গোলাবারুদের উৎপাদন, বিক্রয় ইত্যাদির জন্য লাইসেন্স — [(১)] কোনো ব্যক্তি —

(ক) ব্যবহার, উৎপাদন, বিক্রয়, স্থানান্তর, রূপান্তর, মেরামত, পরীক্ষা বা প্রমাণকরণ করবেন না, অথবা

(খ) বিক্রয়, স্থানান্তর, রূপান্তর, মেরামত, পরীক্ষা বা প্রমাণকরণের জন্য কোনো আগ্নেয়াস্ত্র বা অন্য কোনও শ্রেণীর অস্ত্র বা গোলাবারু তার অধিকারাধীন রাখবেন না, যদি না সে এই আইনের বিধান ও সংশ্লিষ্ট নিয়মাবলীর অধীনে বৈধ অনুমতি পত্র রাখে।

ধারা ২৭: অস্ত্র ব্যবহারের জন্য দণ্ড

২৭) অস্ত্র ব্যবহারের জন্য শাস্তি—

(১) যে কেউ ধারা ৫-এর লঙ্ঘনে কোনো অস্ত্র বা গোলাবারুদ ব্যবহার করবে, তাকে এমন কারাদণ্ডে দণ্ডিত করা হবে যা কমপক্ষে তিন বছর হবে কিন্তু সাত বছর পর্যন্ত বাড়তে পারে এবং সে জরিমানার জন্যও দায়ী থাকবে।

(২) যে কেউ ধারা ৭-এর লঙ্ঘনে কোনো নিষিদ্ধ অস্ত্র বা নিষিদ্ধ গোলাবারুদ ব্যবহার করবে, তাকে এমন কারাদণ্ডে দণ্ডিত করা হবে যা কমপক্ষে সাত বছর হবে কিন্তু আজীবন কারাদণ্ড পর্যন্ত বাড়তে পারে এবং সে জরিমানার জন্যও দায়ী থাকবে।

(৩) যে কেউ ধারা ৭-এর লঙ্ঘনে কোনো নিষিদ্ধ অস্ত্র বা নিষিদ্ধ গোলাবারুদ ব্যবহার করবে বা কোনো কাজ করবে এবং যার ফলে অন্য কোনো ব্যক্তির মৃত্যু ঘটবে, তাকে মৃত্যুদণ্ডে দণ্ডিত করা হবে।

২৯) এটি সত্য যে, ১৯৮৮ সালের অস্ত্র (সংশোধন) আইনদ্বারা ধারা ২৭ সংশোধনের আগে, উক্ত ধারা এমন কোনও অস্ত্র ও গোলাবারুদের ব্যবহারের জন্য দণ্ড দিত যা "অবৈধ উদ্দেশ্যে" ব্যবহার করা হয়েছিল। তবে, সংশোধনের পর ধারা ২৭ এখন কেবলমাত্র ধারা ৫ বা ধারা ৭-এর লঙ্ঘন প্রমাণিত হলে প্রযোজ্য হয়, এবং অস্ত্র ব্যবহারের "অবৈধ উদ্দেশ্য" আর অপরাধের একটি অপরিহার্য উপাদান নয়।

৩০) এ ক্ষেত্রে, আপিলকারী ঘটনাকালে ছিলেন একজন পুলিশ কর্মকর্তা, এবং যে অস্ত্র ও গোলাবারুদ ঘটনাটিতে ব্যবহৃত হয়েছিল তা প্রাসঙ্গিক কর্তৃপক্ষের অনুমোদন অনুযায়ী তার অধিকারে ছিল। সুতরাং, আপিলকারী অননুমোদিত অস্ত্র ব্যবহার করেছেন—এমনটা বলা যাবে না, কারণ অস্ত্রটি লাইসেন্সপ্রাপ্ত ও অনুমোদিত ছিল। এটা মনে হচ্ছে ট্রায়াল কোর্ট এই ক্ষেত্রে "অস্ত্রের অবৈধ ব্যবহার" নিয়ে বিভ্রান্ত হয়ে পড়েছিল এবং আইনের মূল উদ্দেশ্য থেকে সরে গিয়েছিল, যা হল—আইন মেনে অস্ত্র বহনের সুযোগ প্রদান ও নির্দিষ্ট ধরনের অস্ত্র অনুমোদন ব্যতিরেকে ধারণ, সংগ্রহ, উৎপাদন ইত্যাদি নিষিদ্ধ করা। অতএব, একটি লাইসেন্সপ্রাপ্ত বা অনুমোদিত অস্ত্রের অবৈধ ব্যবহার কেবলমাত্র ধারা ৫ বা ৭ লঙ্ঘন প্রমাণ না হলে ধারা ২৭-এর অধীনে অপরাধ হিসেবে গণ্য হবে না।

৩১) উপরে উল্লিখিত আলোচনার আলোকে, আমরা মনে করি যে বিচার আদালত কর্তৃক আপিলকারীর বিরুদ্ধে অস্ত্র আইন, ১৯৫৯-এর ধারা২৭ অনুযায়ী দোষী সাব্যস্ত করা এবং হাইকোর্টের সেই দণ্ডাদেশ বহাল রাখা—এ দুটোই অপ্রয়োজনীয় এবং অন্যায্য ছিল। তদানুসারে আপিলকারীকে অস্ত্র আইনের ধারা ২৭ এর অভিযোগ থেকে বেকসুর খালাস দেওয়া হল। ধারা ৩০৭ আইপিসি অনুযায়ী শাস্তির পরিমাণ নির্ধারণ

৩২) দুই সেট ভেরিয়েবলের মধ্যে অনুপাতের সাম্যতা এখন "'আনুপাতিকতার মতবাদ" হিসেবে সুপরিচিত। আমাদের ফৌজদারি বিচার ব্যবস্থার শাস্তি নীতির ভিত্তিও এই অনুপাতিক ন্যায় এর উপর দাঁড়িয়ে আছে। এই নীতির মূল ধারণা হল, অপরাধীর দ্বারা সংঘটিত অবৈধ আচরণ এবং তা থেকে সৃষ্ট সামাজিক প্রতিক্রিয়া বা নিন্দা—এই দুয়ের মধ্যে একটি সামঞ্জস্যপূর্ণ শাস্তি নির্ধারণের মাধ্যমে সেই বার্তা অপরাধীকে জানান।এই 'আনুপাতিকতা'' নির্ধারণের প্রয়াসটি নির্ভর করে মূলত তিনটি বিষয়ের ওপর— (ক) অপরাধের ফলে সৃষ্ট ক্ষতির মাত্রা বা ঝুঁকির পরিমাণ;(খ) অপরাধীর সামগ্রিক আচরণ; (গ) অপরাধপ্রবণ মনোবৃত্তির উৎস বা উদ্দেশ্য। এছাড়াও, শাস্তির ক্ষেত্রে সাম্যনীতি বজায় রাখা, যাতে কোনো বৈষম্যমূলক আচরণ না হয়—তা আনুপাতিকতার -এর অপরিহার্য অংশ। বলতেই হয়, সংবিধানের অনুচ্ছেদ ১৪ অনুযায়ী আইনসম্মুখে সকলের সমানতার যে গ্যারান্টি দেওয়া হয়েছে, তা ফৌজদারি বিচার ব্যবস্থার ক্ষেত্রেও সমানভাবে প্রযোজ্য।

৩৩) তবে তা বলার পরও, আমাদের বাস্তব পরিস্থিতির কথা মাথায় রেখে স্বীকার করতেই হয় যে শাস্তি নির্ধারণে সম্পূর্ণ সামঞ্জস্যতা বজায় রাখা প্রায় অসম্ভব। এ ক্ষেত্রে বিচারকের নিজস্ব বিবেচনার কিছু স্থান থাকবেই, তবে সেই বিবেচনাবোধ যেন কখনোই অযুক্তিক, স্বেচ্ছাচারী বা পক্ষপাতদুষ্ট না হয়। সুপ্রিম কোর্ট অনেকবার বলেছে—যে শাস্তি অত্যধিক কম বা অপরাধের তুলনায় অসামঞ্জস্যপূর্ণ হয়, তা শুধুমাত্র বিচার ব্যবস্থার উপর জনসাধারণের আস্থা নষ্ট করে দেয়।

৩৪) তাই শাস্তি নির্ধারণের নীতি সময়ের সঙ্গে তাল মিলিয়ে বিকশিত হয়। নিঃসন্দেহে, শাস্তির পরিমাণ নির্ধারণের ক্ষেত্রে প্রধান গুরুত্ব দেওয়া উচিত অপরাধের গুরুত্ব বা শাস্তিযোগ্যতার উপরে। তবে, পুনর্বাসনমূলক বিচার মডেলের অন্যান্য দিক যেমন শাস্তি লাঘবের উপযুক্ত কারণগুলির মূল্যায়নও বিচারিক বিবেচনার সীমার মধ্যে যথাযথভাবে বিবেচিত হওয়া উচিত।

৭) অ্যান্ড্রু অ্যাশওয়ার্থ, সাজা এবং ফৌজদারি বিচার (৫ম সংস্করণ, কেমব্রিজ ইউনিভার্সিটি প্রেস ২০১০)

ন্যায্য ও আনুপাতিক সাজা প্রদান আদালতের একান্ত কর্তব্য এবং সাজার পরিমাণ নির্ধারণের সময় অপ্রাসঙ্গিক বিষয়গুলির দ্বারা তাদের প্রভাবিত করা উচিত নয়। স্বাভাবিকভাবেই, কোন বিষয়গুলিকে 'প্রাসঙ্গিক' বা 'অপ্রাসঙ্গিক' হিসাবে বিবেচনা করা উচিত তা প্রতিটি মামলার তথ্য এবং পরিস্থিতির উপর নির্ভর করবে এবং এর জন্য কোনও সরল সূত্র নির্ধারণ করা যাবে না।

৩৫) মামলার তথ্যের ভিত্তিতে, আমরা মনে করি যে, এই পর্যায়ে, আপিলকারীকে দেওয়া সাজা তার অপরাধের মাত্রার সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ নয়। জীবনের এই সন্ধিক্ষণে আপিলকারীকে কারাদণ্ডের কঠোর শাস্তি দেওয়া ন্যায়বিচারের লক্ষ্যে কাজ করবে না, কারণ নিম্নলিখিত প্রশমনকারী কারণগুলি হল:

ক) বর্তমান মামলায় প্রসিকিউশন কর্তৃক পরিকল্পনার এমন কোনও উদ্দেশ্য বা উপাদান প্রমাণিত হয়নি যা ইঙ্গিত দেয় যে আপিলকারীর দ্বারা প্ররোচনায় অপরাধটি সংঘটিত হতে পারে। অতএব, এই ধরনের পরিস্থিতিতে অপরাধীর দোষ পূর্বপরিকল্পিত অপরাধের তুলনায় কম কারণ পরিকল্পিত অবৈধ কাজ সম্পাদন স্বতঃস্ফূর্ত অবৈধ কাজের তুলনায় সামাজিক মূল্যবোধের উপর আক্রমণকে আরও বেশি প্রতিশ্রুতি এবং ধারাবাহিকতা সহ নির্দেশ করে।

খ) যদিও আঘাতের ঘটনাটি ভারতীয় দণ্ডবিধির ৩০৭ ধারার অধীনে দোষী সাব্যস্ত হওয়ার উপর সরাসরি প্রভাব ফেলতে পারে না, তবুও সাজা ঘোষণার সময় আদালত এটি বিবেচনা করতে পারে। নিঃসন্দেহে, আপিলকারীর দ্বারা সংঘটিত অপরাধটি ভারতীয় দণ্ডবিধির ৩০৭ ধারার চার কোণের মধ্যে পড়ে, তবে সৌভাগ্যবশত অভিযোগকারী বা অন্য কোনও ব্যক্তি আপিলকারীর অপ্রীতিকর কাজের দ্বারা আহত হননি।

গ) আপিলকারী ইতিমধ্যেই ৩ মাস ১৯ দিনের সাজা ভোগ করেছেন। তাছাড়া, ঘটনাটি ১৯৯৯ সালে সংঘটিত হওয়া সত্ত্বেও, ঘটনার আগে বা পরে আপিলকারী কোনও অপ্রীতিকর কার্যকলাপে জড়িত থাকার কোনও ইঙ্গিত পাওয়া যায়নি। এটি আপিলকারীর ভালো চরিত্র তুলে ধরে এবং ইঙ্গিত দেয় যে ঘটনাটিকে বিচারের একটি বিচ্ছিন্ন ত্রুটি হিসেবে ব্যাখ্যা করা যেতে পারে। অধিকন্তু, আপিলকারীর ঘটনা-পরবর্তী পরিষ্কার আচরণ ইঙ্গিত দেয় যে তিনি একজন যুক্তিসঙ্গত ব্যক্তি যিনি অপরাধের সাথে সম্পর্কিত সামাজিক নিন্দার প্রতি সাড়া দিতে সক্ষম। অতএব, ঘটনার আগে এবং পরে দীর্ঘ সময় অতিবাহিত হওয়ার সাথে সাথে একটি পরিষ্কার নথি অবশ্যই সাজা হ্রাসের একটি কারণ।

ঘ) এই বিশেষ ঘটনাটি বাদ দিলে যেখানে তিনি 'মদ্যপানের' প্রভাবে ছিলেন, আপিলকারীর চাকরির রেকর্ড ছিল নিখুঁত এবং তাঁর পক্ষে ষোলটি ভালো উদ্ধৃতি রয়েছে। এটি ইঙ্গিত দেয় যে তিনি বর্তমান অপরাধমূলক ঘটনা থেকে সমাজের একজন মূল্যবান সদস্য ছিলেন। এর অর্থ এই নয় যে আদালতকে সাজা দেওয়ার সময় একটি সামাজিক ভারসাম্যপত্র তৈরি করতে হবে, তবে কেবল এই ইতিবাচক সামাজিক অবদানগুলিকে সাজা কমানোর একটি কারণ হিসেবে বিবেচনা করতে হবে।

ঙ) পরিশেষে, এটা উল্লেখ করা উচিত যে আপিলকারীকে ১৯৯৯ সালে বরখাস্ত করা হয়েছিল এবং পরবর্তীতে ২০০৭ সালে তাকে চাকরি থেকে বরখাস্ত করা হয়েছিল। অতএব, এটিকে ক্ষয়ক্ষতির জন্য একটি যুক্তিসঙ্গত কারণ হিসাবেও বিবেচনা করা উচিত কারণ বরখাস্ত এবং এর ফলে পেনশনের মতো সামাজিক সুরক্ষার সুবিধাগুলি হ্রাস করাও সামাজিক নিষেধাজ্ঞার একটি রূপ হিসাবে বিবেচিত হয়।

৩৬) ফলস্বরূপ এবং পূর্বোক্ত কারণগুলির জন্য, ফৌজদারি আপিল আংশিকভাবে অনুমোদিত। যদিও অস্ত্র আইনের ২৭ ধারার অধীনে আপিলকারীকে প্রদত্ত দোষী সাব্যস্তকরণ এবং সাজা বাতিল করা হয়েছে, তবে আইপিসি ৩০৭ ধারার অধীনে তার দোষী সাব্যস্তকরণ বজায় রাখা হয়েছে। আইপিসি ৩০৭ ধারার অধীনে সাজা অবশ্য ইতিমধ্যে অতিবাহিত সময়ের মধ্যে হ্রাস করা হয়েছে। যেহেতু, আপিলকারী জামিনে রয়েছেন, তার জামিন বন্ডগুলি মুক্তি দেওয়া হয়েছে।

দিব্যা পান্ডে

আপিল আংশিকভাবে অনুমোদিত হল ।

DISCLAIMER

The translated Judgment in vernacular language is meant for the restricted use of the litigant to understand it in his/her language and may not be used for any other purpose. For all practical and official purposes, the English version of the Judgment shall be authentic and shall hold the field for the purpose of execution and implementation.

দাবিত্যাগ

স্থানীয় ভাষায় অনূদিত রায়টি সীমিত ব্যবহারের জন্য ও মামলাকারীর সেটি মাতৃ ভাষায় বোঝার জন্য এবং তা অন্য কোনো উদ্দেশ্যে ব্যবহার করা যাবে না। সমস্ত ব্যবহারিক এবং সরকারী উদ্দেশ্যে, রায়ের ইংরেজি সংস্করণটি প্রামাণিক হবে এবং কার্যকরী ও প্রয়োগের উদ্দেশ্যে সেটি প্রযোজ্য হবে।

/Diganta Mondal